# জাত – বিচার

**লালন ফকির**

পড়ার আগে ভাবো

জাত-পাতের বিভাজন প্রকৃতির দান নয় । মানুষ নিজেই এই কৃত্রিম বিভাজন সৃষ্টি করেছে । পরিবর্তনশীল জগতে জাত বিচারের কোন স্থায়ী মাপদন্ড নেই । কিন্তু জাতপাতের প্রশ্নটি সমাজে এমন দৃঢ় ভাবে পোঁতা হয়ে গেছে যে মানুষের মানুষ হিসাবে জন্মগত অধিকারকেও জাত বিচারের সময় অস্বীকার করা হয়, মানুষের মর্যাদাকে পদদলিত করা হয় । এই বিষয়ে তোমরা কি কখনও ভেবেছ ?

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে ।
লালন বলে জেতের কী রূপ দেখলাম না এ নজরে ।।

ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারী লোকের কী হয় বিধান ।
বামন চিনি পৈতে প্রমাণ,
বামনী চিনি কী সে রে ।।

কেউ মালা কেউ তসবী গলায়
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে ।।

গর্তে গেলে কূপজল হয়
গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল বয় ।
মূলে একজন সে যে ভিন্ন নয়
ভিন্ন জানায় পাত্র অনুসারে ।।

জগৎ বেড়ে জেতের কথা
লোকে গৌরব করে যথা-তথা
লালন সে জেতের ফাতা
বিকিয়েছে সাধ বাজারে ।।

## জেনে রাখো

| | | |
|---|---|---|
| তসবী | — | মুসলমানের জপমালা |
| কূপ | — | কুয়া |
| বেড়ে | — | বেষ্টন করে, ঘিরে |
| জেতের | — | জাতের |

## কবি পরিচয়

*[ লালন ফকির (১৭৭৪ - ১৮৯০) গোঁড়ামি মুক্ত ধর্মপ্রাণ সাধক মানুষ । ক্ষুদ্র আচার - বিচারের সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি । ঠাকুর - জমিদারীর প্রজা ছিলেন । রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের গুণগ্রাহী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়েছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি । কবিত্বময়, সহজ সরল ভাষায় চিন্তা-ভাবনাকে প্রকাশ করার বিস্ময়কর, বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর গানে মানবতাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা, জাতি ভিত্তিক ভেদনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত এক উদার মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় । অথচ লালন লেখা পড়া শেখেননি, নাকি অক্ষর জ্ঞানও ছিল না বলে শোনা যায়। তবে নিজের চেষ্টায় ইসলাম, হিন্দু ও বৈষ্ণব শাস্ত্র সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান অর্জন করেন । তাঁর গোঁড়ামি মুক্ত ধর্ম ভাবনার জন্য গোঁড়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে তাচ্ছিল্য, ঘৃণা, নিন্দা ও শত্রুতা কুড়িয়েছেন । তাঁর প্রেম ও অধ্যাত্ম সাধনা অচল অনড় ধর্ম শাস্ত্রবাদী ধর্মগুরু ও সমাজপতিদের দ্বারা বার বার লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে । কিন্তু কোন অন্তরায়, প্রতিবন্ধকতা তাঁকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি । তিনি ছিলেন স্বভাব কবি । মুখে মুখে গান রচনা করতে পারতেন । লোকশ্রুতি তিনি একশো বছরের বেশি জীবিত ছিলেন । দীর্ঘ জীবনে হাজার হাজার গান রচনা করে গেছেন । তাঁর গান অত্যন্ত জনপ্রিয়তা*

*লাভ করে। কিন্তু রক্ষণা-বেক্ষণের অভাবে অধিকাংশ লুপ্ত হয়ে গেছে। যেগুলি রক্ষা পেয়েছে সেগুলির লালিত্য, শিল্প মূল্য অনস্বীকার্য। আত্মানুসন্ধান ও মনের মানুষকে খোঁজা, ঈশ্বর বা আল্লার সঙ্গে ভয় নয়, ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপনের যে বিশিষ্ট একটি ধারা মধ্য যুগের সাহিত্যে দেখা যায়, লালন সেই ধারারই উভয় সাধক।]*

## কাব্য পরিচয়

'জাত - বিচার' কবিতাটির মাধ্যমে লালন জাতপাতের নীতি নির্ধারক পদ্ধতির বিরুদ্ধে যুক্তিসম্মত প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি জাতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্ববিরোধিতাকে সহজ সরল ভাষায় তুলে ধরেছেন। তিনি বিভেদকে বড় করে না দেখে মূল সত্যকে খোঁজার সাধনায় নিজেকে সমর্পণ করেছেন। তিনি জানেন সত্য এক, কেবল তার দৃশ্য রূপ আলাদা। যেমন জল। যে জল গঙ্গা নদীতে প্রবাহিত হয় তাকে গঙ্গাজল বলে, সেই জলই গর্তে আবদ্ধ হলে তাকে কূপের জল বলা হয়। অর্থাৎ মূল এক, কিন্তু তার ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ। যার অখন্ড দৃষ্টি নেই সে খন্ডকেই চরম মূল্য দিয়ে থাকে। এই গানে লালন সেই গভীর তত্ত্বকথাটিকে সহজ উদাহরণ দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। উপবীত দেখে ব্রাহ্মণকে চেনা যায় কিন্তু ব্রাহ্মণীকে কী ভাবে চেনা যাবে ? তেমনি ছুন্নত দিলে মুসলমান বলে গণ্য হয়, কিন্তু মুসলমান রমনীর ছুন্নত হয় না। তাই বলে সে কি মুসলমান নয় ? লালনের কাছে এ জগতে মানুষের একটাই জাতি 'মানব জাতি'। একটাই ধর্ম, মানব ধর্ম। সেখানে নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান এ সবের কোন ভেদাভেদ নেই। তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ। তিনি সাধনার দ্বারা আসল সত্যকে চিনে নিয়েছেন। তাই তিনি এই জাতিগত বিভ্রান্তির শিকার হননি।

## পাঠবোধ

### খালি জায়গায় সঠিক শব্দটি লেখো

1. 'জাত-বিচার কবিতাটির কবি ———— । (লালন ফকির, শামসুর রহমান)
2. 'সব লোকে কয় লালন কী ———— সংসারে'। (ধর্ম, জাত)
3. 'বামন চিনি ———— প্রমাণ
   বামনী চিনি কী' সে রে।' (টিকি, পৈতে)
4. 'কেউ মালা কেউ ———— গলায়
   তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়' (তক্তি, তসবী)

## 5. সংক্ষেপে লেখো

(ক) লোকে লালন সম্বন্ধে কী প্রশ্ন করে ?

(খ) মুসলমান বলে কখন পরিচিত হয় ?

(গ) ব্রাহ্মণ কিসে চিহ্নিত হয় ?

## 6. বিস্তারিতভাবে লেখো

(ক) কবির কাছে মানুষের একটাই জাতি, মানবজাতি; 'জাত-বিচার' কবিতাটি অবলম্বনে এই পরম সত্যকে নিজের ভাষায় লেখো ।

(খ) "যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়,

জেতের চিহ্ন রয় কার রে ।"

উপরের পংক্তি দুটিতে কবি কী বলতে চেয়েছেন ? 'জাত-বিচার' কবিতাটি অবলম্বনে কবির নাম উল্লেখ করে বুঝিয়ে লেখো ।